বায়ুদূষণ :— ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশান (WHO) এর মতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্যে ক্ষতিকর পদার্থের সমাবেশ যখন মানুষ ও তার পরিবেশের ক্ষতি করে, সেই অবস্থাকে বায়ুদূষণ বলে।

~~বিজ্ঞানী~~ ।

বিজ্ঞানী পার্কিন্স (1974) এর মতে বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত থাকা বা বায়ুমণ্ডলে নির্গত হওয়া দূষিত ধোঁয়া, গ্যাস, গন্ধ, ধোঁয়াশা বাষ্প ইত্যাদি যে পরিমাণে ও যতক্ষণ স্থায়ী হলে মানুষ, জীবজন্তু ও উদ্ভিদ জগতের ক্ষতি হয় বা মানুষের

জীবন ও স্বাস্থ্যের বাধা দেয়, তাকে বায়ুদূষণ বলে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, বায়ুদূষণের পরিধি ও ব্যাপকতা সবচেয়ে বেশি, কারণ বায়ু সবচেয়ে তাড়াতাড়ি দূষিত পদার্থকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিতে পারে।

☐ বায়ুদূষণের প্রাকৃতিক কারণ:—

(i) অগ্ন্যুৎপাতের ফলে নিঃসৃত সালফার ডাইঅক্সাইড (SO_2), কার্বন মনোক্সাইড (CO) হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস (H_2S),

(ii) বিভিন্ন জৈব ও অজৈব পদার্থের বিয়োজন বা পচনের ফলে সৃষ্ট গ্যাস।

(iii) দাবানল (wildfire), ধূলিঝড় (Dust devil)

☐ বায়ুদূষণের অপ্রাকৃতিক কারণ:

(i) খনি এলাকার ধুলোবালি, ধূলিকণা, শিল্পজাত ধূলি, কালিঝুলি,

Scanned with CamScanner

ধোঁয়া ইত্যাদি।

(ii) দাড়ি, কামানোর ফোম ও স্প্রে, বিমানে ব্যবহৃত এরোসল এবং বিভিন্ন বিষাক্ত তরল পদার্থ,

(iii) ব্যাপকভাবে অরণ্য ধ্বংস করার ফলে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড পারস্পরিক ভারসাম্যে হানি ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি।

Scanned with CamScanner